দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... ...

060

ঢাকা ঃ রবিবার, ৭ কার্তিক, ১৩৯৪

হাসপাতাল রেকর্ড ঃ স্বাস্থ্য প্রশাসন

মেডিকেল-রেকর্ড, হাসপাতাল-রেকর্ড, ক্লিনিকেল-রেকর্ড প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণ অর্থে রোগীর কেইস হিস্টরি অর্থাৎ একজন রোগীকে নিয়ে তার জন্য একজন চিকিৎসক কি উপায়ে কি কি করে থাকেন তারই লিখিত রেকর্ডকে বুঝানো হয়। রোগ ও রুগ্ন মানুষ নিয়ে ডাক্তারি বিদ্যার উদ্ভব। এ বিদ্যার দু'টি শাখা রয়েছে, একটি নিরোধক, অপরটি প্রতিষেধক; একটি রোগ বিস্তারের পথ আগলে থাকে, অপরটি রোগের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে তা সারাতে চেষ্টা করে। রোগীই হচ্ছে এ বিদ্যার মধ্যমণি, সে শিশু, নারী বা পুরুষ যে-ই হোক না কেন। এবং তাঁরাই হচ্ছেন ডাক্তার যাঁরা চিকিৎসা-ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন এবং রুগ্ন ব্যক্তির রোগ সারিয়ে তার কষ্ট লাঘবের জন্য সর্বাত্মক যত্নবান হন। সে ক্ষেত্রে একজন ডাক্তার বিজ্ঞানীদের দ্বারা আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞানের সাহায্যে এ কাজ করে থাকেন। চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় মূলতঃ তিনটি প্রশ্নের মোকাবেলা করতে হয়, যেমন— (১) অসুবিধা, কষ্ট বা রোগটি কি, অর্থাৎ রোগটি সনাক্তকরণ, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ডায়াগনসিস, (২) কি হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ রোগটির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ, ইংরেজীতে একে বলা হয় প্রগনোসিস, (৩) কি করা যায়, অর্থাৎ রোগটি সম্বন্ধে জানা হলে এবং এর গতি প্রকৃতি বুঝা গেলে এ থেকে রোগীকে মুক্ত করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, ইংরেজীতে একেই বলা হয় ট্রিটমেন্ট, (৪) কেনো এমন ঘটলো, এ প্রশ্নের জবাব বের করতে পারেন একজন পেথোলজিস্ট। পুরুষের ঠোঁটে কেনসার হয় বেশী, কিন্তু মহিলাদের বেলায় তা কদাচিৎ হয় কেন, এমন সংকটের উপর ভাবনা-চিন্তা এবং সংকট হতে উত্তরণের উপায় উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া উপরে উল্লিখিত চার স্তরে বিভক্ত, এ চারটি স্তর পেরিয়ে আসল সত্য বেরিয়ে আসে। অতএব চিকিৎসার স্তরগুলো এমনই পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস্ত যে আগে-পরে হবার জো থাকে না এবং কাজটি এমনই সত্যনিষ্ঠ যে এর ফলের উপর সন্দেহ করার সংগত কারণ থাকে না। এ কারণে একজন রোগীর জন্য চিকিৎসা-কর্মধারা একটি বৈজ্ঞানিক অন্বেষা, গবেষণা বা রিসার্চ বলে পৃথিবীর সর্বত্র গণ্য হয়। হাতপাতাল-রেকর্ড বা চিকিৎসা-রেকর্ড তাই নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দলিল যার তুলনা নেই। এসব রেকর্ডের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলা হয়, "হাসপাতাল-রেকর্ড" স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা বলতে পারে এবং জাতীয় ভাল-স্বাস্থ্য অর্জনের পথ দেখাতে পারে। এসব রেকর্ড হতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমন

জসিম আল হাকিম

তথ্য ও জ্ঞাতব্য জানা যেতে পারে যা পৃথিবীর কোথাও কোন কালে কারো জানা ছিল না। এ থেকে বুঝা যায়, হাসপাতাল-রেকর্ড চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাঠোপকরণ হিসাবে কত মূল্যবান।

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে রোগ, রোগী, জনস্বাস্থ্য, ওষুধ-নীতি, পরিবার-পরিকল্পনা প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণে এবং সে সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে হাসপাতাল-রেকর্ডই সবচেয়ে মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। তবে লক্ষণীয় মজার ব্যাপার, এসব রেকর্ড হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রমে "বাই প্রডাক্ট" হিসাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর জন্য কোন বাড়তি শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয়িত হয় না প্রয়োজন হয় না। চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা, প্লানিং এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এসব ব্যবহৃত হতে পারে যা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে, যা জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবশ্য বিবেচ্য ছিল।

সরকারী অফিসে রক্ষিত ব্যক্তিগত নথি একজন চাকুরে সম্বন্ধে যেমন নির্ভরযোগ্য তথ্য ধারণ করে থাকে, চিকিৎসা-দলিলও তেমনি একজন রোগী, তার রোগ যন্ত্রণা, এর চিকিৎসা প্রভৃতি তথ্য ধারণ করে থাকে।

প্রকৃতির নিয়ম হতে বিজ্ঞানের জন্ম। তেমনি শিল্প-সাহিত্যের জন্ম ও প্রকৃতির নিয়ম মন্থর করে হয়ে থাকে। কিন্তু দৈহিক কলা-কৌশলগত বিশেষ রীতি-নীতি খালি চোখে ধরা পড়ে না। দেহের উপর প্রকৃতির ক্রিয়া-বিক্রিয়া, রোগ-শোক, ভাল-মন্দের ধারাটি জানতে হলে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে তবে তা জানা যায়। সে জন্য বিশেষ জ্ঞান-চক্ষুর দরকার হয়। সেই জ্ঞান-চক্ষুতে ধরা পড়া তথ্যের লিখিত রূপটিই হচ্ছে হাসপাতাল-রেকর্ড।

মানুষের দেহগত ভাল-মন্দের খবর জানতে হলে এসব রেকর্ড তা দিতে পারে। একশত হাসপাতাল-রেকর্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে মূল্যবান তথ্য ও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা লিখে একটা প্রবন্ধ সৃষ্টি করা যায়। তেমনি কতিপয় প্রবন্ধ থেকে 'মাল-মশলা' সনাক্ত করে অনেক কথা গেঁথে একটি বই রচনা করা যায়। অনেক মশা কেটে অনুবীক্ষণের কাঁচ দিয়ে দেখে পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিল মেলেরিয়া বিস্তারের পথ-ঘাট। তেমনি অনেক রোগীর চিকিৎসা-দলিল বা হাসপাতাল-রেকর্ড পাঠ ও পরীক্ষা করে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানা যেতে পারে।

হাসপাতাল-রেকর্ড সত্যিকার অর্থে জাতীয় এক সম্পদ এবং বিদেশী মেডিকেল বই, জার্নাল প্রভৃতি হতে অধিক মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও স্বাস্থ্যজ্ঞান এসবের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

একটি হাসপাতালে একজন রোগী তার রোগ যন্ত্রণা নিয়ে হাজির হয়। চিকিৎসক তার পরিচয় জেনে নেন, তার নামধাম, বয়স ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে লিখে নেন। তারপর তার সমস্যা বা কষ্টের কথা শুনেন এবং প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে নেন।

এমনি করে তিনি রোগীর কষ্টের কারণ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। তারপর রোগীর দেহ পরীক্ষা করে যা বুঝতে পারেন তাও লিখেন। এতে তিনি যদি সন্দেহাতীতভাবে কারণটি ধরতে না পারেন, তবে রোগীর মলমূত্র, রক্ত, থুথু-কফ প্রভৃতি পরীক্ষা করে রিপোর্টসহ রোগীকে আসতে বলেন। দেহের অভ্যন্তরের অবস্থা জানার জন্য এক্স-রে মারফত অথবা নিউক্লিয়ার স্কেনিং দ্বারা দেহ পরীক্ষার কথাও বলেন।

(অসমাপ্ত)